মেহেরপুরে কৃষক দলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

তারেক রহমানের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদপুরে ভৈরব নদের তীরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণ শুধু পরিবেশ রক্ষাই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ারও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ কৃষক দল ও বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ভৈরব নদের তীরে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়।

গাংনীর এক নারী আসামি কাশিমপুর কারাগার থেকে পালানোয় ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী বরখাস্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের নারী আসামি রিম্পা (২১) গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ জুলাই) সকালে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (এআইজি) মো. জান্নাতুল ফরহাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্ত প্রতিবেদনে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়ায় সাতজন কর্মকর্তা- কর্মচারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হলেন মেট্রন লায়লা আনজুমান সুমি, মেট্রন মেরিনা, মেট্রন রেহেনা এবং মহিলা কারারক্ষী শায়লা, শারমিন, জেমি ও আসমা।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাত ৮টার দিকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে রিম্পা পালিয়ে যান। ঘটনার পরপরই কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারজুড়ে তল্লাশি চালালেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন।

এ ঘটনায় শুক্রবার বিকেলে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার হোসেন।

রিম্পা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি থানার ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ফুটবল বিতরণ করলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মনি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের যুব ও ছাত্রসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ফুটবল বিতরণ করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক

চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি।
আজ শুক্রবার বিকেলে ইউনিয়নের জুগিরগোপা গ্রামে ছাত্র ও যুবকদের হাতে ফুটবল তুলে দেন তিনি। এর আগে একইভাবে ষোলটাকা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে খেলাধুলার প্রসারে তিনি ফুটবল বিতরণ করেন।
এ সময় সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখে; শৃঙ্খলাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতেই আমি এই ফুটবল বিতরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, একটি সুস্থ, মাদকমুক্ত ও সুন্দর সমাজ গড়তে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণদের মাঠমুখী করতে পারলে তারা অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকবে এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।
আসন্ন ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ইউনিয়নবাসীর দোয়া, ভালোবাসা ও সমর্থন কামনা করেন।
তিনি বলেন, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ষোলটাকা ইউনিয়নের রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সার্বিক উন্নয়ন এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই। জনগণের আস্থা ও সমর্থন পেলে ইউনিয়নের উন্নয়নে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করব।
ফুটবল বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ক্রীড়াপ্রেমী, ছাত্র-যুবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত যুবকদের মধ্যে এই উদ্যোগকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

গাংনীতে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ২০, জনমনে

আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। কুকুরের এই আকস্মিক তাণ্ডবে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি কুকুর মেরে ফেলেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন মো: জিনারুল ইসলাম, ফাতেমা খাতুন, আবেদা খাতুন, রশিদুল ইসলাম, রেকছনা খাতুন, আসলাম হক, আকলিমা খাতুন, নবির হোসেন, জিহাদ আলী, আরিফুল ইসলাম, সাকিবুল হোসেন, জাকির হোসেন, রাফসান আলী, ফাতেমা বেগম ও হামিদা খাতুনসহ আরও অনেকে।

স্থানীয়রা জানান, গত জুন মাসে পৌর শহরে ১৭ জন কুকুরের কামড়ে আহত হওয়ার পর বর্তমানে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। রামনগরের ভুক্তভোগীরা জানান, ৪-৫টি কুকুর দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন পাড়ায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করে এবং পথচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনকি কুকুরগুলো গৃহপালিত ছাগলকেও কামড়িয়ে আহত করেছে।

আহত মো: জিনারুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে ভোগান্তির আশঙ্কায় অনেকেই প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। সেখানে ভ্যাকসিন নিতে আমার প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এলাকায় কুকুরের ভয়ে সবাই চরম আতঙ্কে রয়েছে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, “বিভিন্ন এলাকায় কুকুরের উপদ্রব চরম আকার ধারণ করেছে। ছোট শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা আতঙ্কে আছেন। আমি আহতদের দ্রুত সরকারি হাসপাতালে গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানান, ২০২২ সালের পর কুকুরের ভ্যাকসিনেশনের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো নতুন বরাদ্দ বা নির্দেশনা আসেনি।

তবে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো: একরামুল হক জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন, “আহতদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। তারা হাসপাতালে এলেই সরকারিভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন জানান, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণের সরকারি বিধি অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সচেতন মহলের দাবি, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

গাংনীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, বন্ধ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদকে মারধর, গুরুতর জখম, চুরি, অপহরণের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আবুল কালাম আজাদ জানান, গত ১৫ জুলাই রাত প্রায় ৮টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনি গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ১৭ জুলাই নথিভুক্ত হয় (মামলা নং-২৩)।

মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামিরা হলেন— গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিশিরপাড়ার ইমন হোসেন, মো. গাফফার, মো. ইয়ামিন, মো. বশির, জামিরুল, সোলায়মান ও শামীম।

ঘটনার পর থেকে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম

বন্ধ রয়েছে। এতে জমি ক্রয়-বিক্রয়, দলিল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা বলেন, তার অফিসের স্টাফ আবুল কালাম আজাদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করায় জেলা রেজিস্ট্রারের নির্দেশে অফিসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। বহিরাগতরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকারি কর্মচারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারকের ওপর হামলার ঘটনায়ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছিলেন।

পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাম বলেন,আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এ কারণে বিক্ষোভ তো লোকজন তাকে আটকে রাখে।

এদিকে মামলার বাদীর দাবি, হামলাকারীরা তাকে মারধর করার পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টা, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তারেক নাহিয়ান বলেন, মামলার আসামিদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর সহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা চারুশিল্পী গোলাম মোস্তফা’র ইন্তেকাল, চোখসহ দেহ দান করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চারুশিল্প গোলাম মোস্তফা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

আজ শুক্রবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ঢাকার আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোলাম মোস্তফার ইন্তেকালের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর ভাতিজা তামজিদুর রহমান মুক্তি। মৃত্যুর আগ মুহুর্তে আয়ু পেয়েছিলেন ৮২ বছর। দুই কন্যা শুভ্রা ও প্রভা এবং স্ত্রী মেহেরন নেছাসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেলেন।

তামজিদুর রহমান মুক্তি জানিয়েছেন, জীবদ্দশাতেই তিনি মানবতার প্রতি অনন্য দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে নিজের চোখসহ দেহ ঢাকা মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন। জীবনভর শিল্পে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এই মানুষটি মৃত্যুর পরও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলা বিভাগ থেকে পাশ করেন। তিনি ছিলেন দেশ বরেণ্য চারুশিল্পী জয়নুল আবেদিনের ছাত্র। তাঁর মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে দেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

পারিবারিক ভাবে জানানো হয়েছে গোলাম মোস্তফার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সন্ধায় তাঁর নিজ গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে। জানাজা শেষে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মেহেরপুরের সর্ব স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছে এই মানুষটিকে।

মেহেরপুরের স্টলে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৬ অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের স্টল পরিদর্শন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি মেহেরপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নচিত্র ঘুরে দেখেন এবং স্টলের উপস্থাপনা ও সার্বিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের স্টলের প্রতিনিধিত্ব করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়। স্টল নির্মাণ ও উপস্থাপনায় সহযোগিতা করেন পিটিআই, মেহেরপুরের ইনস্ট্রাক্টর মো. আবুল কালাম আজাদ এবং জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

স্টলে মেহেরপুর জেলার প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্যালয় হিসেবে অংশ নেয় বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের পক্ষে স্টল উপস্থাপন করেন সহকারী শিক্ষক শামীমা সুলতানা। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সালসাবিল আজাদ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্টলের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন।

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং স্থিতিশীল শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেহেরপুরে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। “সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি”

প্রতিপাদ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (MIPS) প্রকল্পের আওতায় এবং ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (FCDO) এর অর্থায়নে গতকাল

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর পিএফজির সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলী খান এবং সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন।

সংলাপে প্রধান আলোচক ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. সাইদুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিছুর রহমান এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির।

অনুষ্ঠানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের এমআইপিএস প্রকল্পের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় নাগরিকদের ভূমিকা বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান, রাজিয়া সুলতানা, শিহাব ও সুমী বিশ্বাস।

সংলাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী, তরুণ-তরুণী, পিস অ্যাম্বাসেডর এবং স্থানীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনায় বক্তারা ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা, গুজব প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিস অ্যাম্বাসেডর সিরাজ উদ্দীন বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে সঠিকভাবে লালন ও পালন করেন, তিনিই প্রকৃত মুমিন। তিনি উল্লেখ করেন, সমাজের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো আইনের শাসন যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, যা অনেক সময় সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান বলেন, “সবার উপরে মানুষ সত্য” এই মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে সহিংসতার ঘটনা অনেকাংশেই কমে আসবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে কোনোভাবেই গুজবে কান দেওয়া যাবে না। প্রতিটি ধর্মের অনুসারীর সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়াতে হবে এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য এড়িয়ে প্রকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংলাপের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন আজমুল হোসেন মিন্টু, সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং পিস অ্যাম্বাসেডর, পিএফজি, মেহেরপুর সদর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় সম্প্রীতির চর্চা করে আসছে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আরও জোরদার করতে হবে, যাতে কোনো ধরনের সহিংসতা সৃষ্টি না হয়।

অনুষ্ঠানে সায়্যেদাতুন নেসা নয়ন শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবুল সূত্রধর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশকে এমন সময়োপযোগী আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অনেক সময় গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই কোনো তথ্য নিশ্চিত না হয়ে তা বিশ্বাস বা প্রচার করা উচিত নয়। একই সঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ধর্মীয় সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মো. ওয়াজেদ আলী খান বলেন, বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও বৈষম্য সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সমাজে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]